R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** *

ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই পৌষ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২রা জানুয়ারী, ১৯৭৪ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

ভয়াবহ ডাকাতি, ৫৩ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ, ডাকাতের গুলিতে একজন নিহত

৩১ হাজার টাকা লুণ্ঠিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সাগরদীঘি, ২৮শে ডিসেম্বর—গতকাল রাত্রে এই থানার দস্তুরহাট গ্রামে খলিলুর রহমানের বাড়ীতে ১৫/১৬ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে ৫০ রাউণ্ড গুলি চালায় এবং গহনা ও নগদে বেশ কিছু টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। ডাকাতের গুলিতে সারজেদ সেখ (২৭) নামে একজন গৃহভৃত্য নিহত হয়। পালিয়ে যাবার সময় ডাকাত দল বোমা ফাটায় এবং ৬০ মণ পাটের একটি গোলায় আগুন ধরিয়ে দিলে প্রায় চার হাজার টাকা মূল্যের পাট পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুলিশ তদন্ত চলছে।

আরও একটি ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়েছে নবগ্রাম থানার পুণ্ডি গ্রামের নজরুল মণ্ডলের বাড়ীতে গত ২৬শে ডিসেম্বর রাত্রে। সেখানে সশস্ত্র ডাকাতদল হানা দিয়ে পাঁচটি বোমা ফাটায়, প্রায় ২৫ হাজার টাকা মূল্যের এক হাঁড়ি কাঁচা টাকা এবং নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৬ হাজার টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দেয়। ডাকাতদলকে প্রতিহত করার জন্য তিনজন গ্রামবাসী ৩ রাউণ্ড গুলি চালায়। হতাহতের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি।

৬ হাজার টাকার মাল আটক

নিমতিতা, ২৬শে ডিসেম্বর—সুতী থানার হাসনপুর চরে নিমতিতা ক্যাম্পের চারজন সীমান্তরক্ষী ৬ হাজার টাকা মূল্যের ৩১ বস্তা বিড়ি, বিড়ির পাতা, সুতো ও কাপড় আটক করে গত ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায়।

গোপনসূত্রে খবর পেয়ে চারজন সীমান্তরক্ষী জওয়ান ঐ চরে ওৎ পাতে এবং ১৫ বস্তা বিড়ি, ১৩ বস্তা বিড়ির পাতা ও ৩ বস্তা কাপড় এবং সুতো আটক করে। ৩১ জন চোরাকারবারী ঐ সমস্ত মাল নিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছিল। তারা সীমান্তরক্ষীদের দেখে মালপত্র ফেলে চম্পট দেয়।

দুর্বৃত্ত কর্তৃক পথচারী আক্রান্ত

হিলোড়া, ২৮শে ডিসেম্বর—গতকাল সন্ধ্যার দিকে এখানকার লক্ষ্মী ঘোষ ও তাঁর মা যখন রঘুনাথগঞ্জ শহর থেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে ঘরে ফিরছিলেন সেই সময় মিঞাপুর ও নাজিরপুরের পথে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁদের পথ অবরোধ করে মারাত্মক অস্ত্র দেখিয়ে লক্ষ্মী ঘোষের কাছ হ'তে কিছু টাকা ও জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। বাধা দিতে গিয়ে লক্ষ্মী ঘোষ দুর্বৃত্তদের ছোরার আঘাতে আহত হন। তাঁর মাকে দুর্বৃত্তেরা পথের ধারে একটি ডোবায় ফেলে দেয়। লক্ষ্মী ঘোষ সমস্ত ঘটনা থানায় জানিয়ে এর প্রতিকার দাবী করেন। ঐ পথে প্রায়ই ছিনতাই হচ্ছে বলে প্রকাশ।

বেআইনী ধানকল মালিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

ধুলিয়ান—ডি, আই, বি ইন্সপেক্টর জগদানন্দ রায় গত ১৫ই থেকে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশের সাহায্যে সুতী ব্লকের উমরাপুর গ্রামের মহঃ খোদাবক্স বিশ্বাসের সাহাজাদপুরস্থ একটি বেআইনী ধানকলসহ তিনপাকুড়িয়ার জাহির আলি বিশ্বাস, অন্তর্দীপার মহঃ মহবুল সেখ ও হাজারপুরের গোবিন্দচন্দ্র দাসের বেআইনী ধানকলগুলি বাজেয়াপ্ত ও মালিকদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করেন। এ ছাড়া ঐ সময়ের মধ্যে ৬১ কুইঃ ৫১ কেজি ৫০০ গ্রাম চাল ও ১০ কুইঃ ৯৪ কেজি, ৫০০ গ্রাম ধান চোরা-কারবারীদের নিকট হতে আটক করা হয়েছে এবং ৩৮ জনের বিরুদ্ধে মোট ১৭টি কেস রুজু করা হয়েছে বলে সরকারীসূত্রে জানা গেল।

ষ্যায়সা কে ত্যায়সা

ফরাক্কা ব্যারেজ—যেমন রাজ্য সরকারের কর্ণধারগণ, তেমনি তাঁদের সরকারী কর্ম্মচারীরা। পি, ডব্লিউ, ডি, (রোড্স) কর্ম্মপারদর্শিতায় সকলকে বোধহয় ডিঙ্গোবে। ৩৪নং জাতীয় সড়কের হালফিল হাল দেখে সকলেই এই অভিযোগ তুলেছেন। খরচা কেন্দ্রীয় সরকারের, দফাদারির ভার রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের। কিন্তু, সড়কের যা অবস্থা তাতে অনেকেই মনে করেন যে, রাজ্য সরকারের ওই বিভাগটি সম্ভবতঃ তেহাত্তরের বন্যায় ডুবেই গিয়েছে। পথ চলতে দেখা যায়, কোথাও মাটি দিয়ে মলম সাঁটছে আবার কোথাও দায়সারা পীচমোড়া। অথচ সরকারী, বেসরকারী, সামরিক তরফ থেকে উত্তরবঙ্গ, নেফা, আসাম, নেপাল যাবার অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এটি।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে

সাগরদীঘি, ২৭শে ডিসেম্বর—চাল-ধানের চোরাচালান রোধে, চোরা-কারবারীদের তল্লাসীর অজুহাতে মেয়েদের শ্লীলতাহানির অভিযোগে, পুলিশের দুঃশাসন বাহিনী ওরফে হোমগার্ডের তিনজনকে সাময়িকভাবে তাদের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

এই থানার বেলথরিয়ায় ৩৪নং জাতীয় সড়কের ট্রাফিক ক্যাম্পের কয়েক-জন হোমগার্ড দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মেয়ে চোরাচালানকারীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করছিল বলে ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হোমগার্ডের জনৈক কমাণ্ডাণ্টকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল মুখ্যতঃ শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে, চোরাচালানের বিরুদ্ধে নয়।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই পৌষ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ চালের চাল ॥

এই রাজ্যের রাজ্যপাটে খাদ্যমন্ত্রী এক আসেন, এক যান। কিন্তু প্রত্যেকেরই 'পারফরম্যান্স্' বলা যায় অখাদ্য, খাদ্যদ্রব্য সুলভ তথা সহজলভ্য আদৌ হয় না। বরং একের পর এক জটিলতা বাড়িয়া চলে প্রাপ্তি ও মূল্যের ব্যাপারে। সম্প্রতি খাদ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী চালকল মালিকদের হুঁশিয়ারি দিয়াছেন। এই মালিকেরা যদি চুক্তি না মানেন তবে তাঁহাদের সহিত জেলে সাক্ষাৎ হইবে। ইতোমধ্যে একজন চালকল মালিক মিসাক্রান্ত হইয়াছেন। খাদ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানাইয়াছেন যে, চালকল মালিকদের সহিত যে চুক্তি আগে করা হইয়াছিল, তাহাকে কোন প্রকার শিথিল করিতে হইলে তিনি তাহার মধ্যে থাকিবেন না; তিনি পদত্যাগ করিবেন। কেন না দ্বিমুখী নীতি তিনি ভালবাসেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সরকারের সঙ্গে আগে যে চুক্তি হয়, সেই অনুসারেই চালকলগুলিকে চাল দিতে হইবে।

এদেশের প্রজাসাধারণের আশ্বস্ত হইবার মত যথেষ্ট কারণ থাকিলেও পোড়া মন ভরসা পায় না। অবশ্য নূতন বৎসর হইতে রেশনে চালের দাম বাড়িলেও এবং কোটা কাটা না গেলেও অতীত কার্যকলাপ আদৌ সুখপ্রদ নয়। গমের সংগ্রহমাত্রা মার খাইয়াছে। ভাতের বদলে গম খাওয়ার অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করিলেও বরাত মন্দ বৈকি। গুদামে পচিয়া ডাল নষ্ট হইবার কাহিনী আজ অবিদিত নয় এবং দোকানে দোকানে ডালের দাম কেমন তেজী সকলেই জানেন। সরিষার তেল লইয়া কাণ্ডকারখানা সব কিছু ছাড়াইয়া গিয়াছে। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা বড় মন্দ ব্যক্তি। তেলকল মালিকদের সহিত কোন চুক্তি সরকারের না হইতেই নাকি ভদ্রলোকের চুক্তি হইয়াছে। এবং তেলের দর ৬ টাকা ৭৫ পয়সা প্রতি কেজির দর করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ বাহির করিলেন। আসলে এই প্রকারের কোন চুক্তি হয় নাই বলিয়া খাদ্য-রাষ্ট্রমন্ত্রী বলিয়াছেন। আর তাহার পরই অতি উৎসাহিত হইয়া তৈল ব্যবসায়ীরা দশ-এগার টাকা কিলো দরে তৈলপ্রদান শুরু করিয়াছেন।

চিনিতে 'ডিউস্লিপ' প্রবেশ করিয়াছে। চিনি না দিয়া প্রতি সপ্তাহে একখানি 'ডিউস্লিপ' পকেটে করিয়া আনিতে হয় এবং খোলাবাজার হইতে সাড়ে চার টাকা কেজি দরে কিনিতে হয়। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে সরকারী চিনি নাই, অথচ বেসরকারী চিনি যথেষ্ট, টাকা থাকিলেই প্রাপ্তব্য। কয়লা ত আর খাদ্য নয়; সুতরাং ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এইজন্য আশঙ্কা করা হইতেছে, এখন চালকল মালিকদের সহিত চুক্তির যুক্তি ধোপে টিকিবে কিনা। চুক্তি অনুযায়ী চাল না দিয়া খোলাবাজারে বেশী দরে ছাড়িতে কতক্ষণ? আর অপারগতার কৈফিয়ৎ তৈয়ারী হইতে দেরী হয় না। কাজেই মানুষ আজ কোন প্রকার সুযোগসুবিধা পাইবার সংবাদে পুলকিত হয় না।

॥ সার কথায় অসাড় ॥

যে সবুজ বিপ্লব লইয়া কী কেন্দ্রে, কী রাজ্যে, সকল সরকারীস্তরে এত মাতামাতি, এত ফতোয়া, এত কৃষিঋণ (সহজলভ্য না হইলেও),—তাহার প্রধান হাতিয়ার সার। কিন্তু সরকার সারের ব্যাপারে এবারে অসাড়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস আলু, গম প্রভৃতি চাষের সময়। আলুকে খইল দিলেই সে তুষ্ট। কিন্তু গম ত সারের যম। চাষের শুরু হইতে জলে-সারে গমের নানা পরিচর্যার প্রয়োজন বিভিন্ন দফায়।

কিন্তু কোথায় সার? একে গম-বীজের জন্যে মাঠপত্র ফাঁকা যাচ্ছে। চাষীরা মাথায় হাত দিয়াছেন। তবুও যদি চেষ্টাচরিত্র করিয়া চরম উচ্চ মূল্য দিয়া বীজ-গম সংগ্রহ করা গেল, সার প্রয়োগের অভাবে উচ্চ ফলনের আশা সুদূরপরাহত। এজেণ্ট দর ঘরে সার নাই। বাজার হইতে 'সিরফ্ আপ্‌কে লিয়ে' রাখা যৎকিঞ্চিৎ সার দ্বিগুণ-তিনগুণ দামে পাওয়া যাইতেছে। সাধারণ চাষীর ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। ফলে সন্তোষজনক গম উৎপাদনের আশা, সরকারী সংগ্রহমাত্রার লক্ষ্যে পৌছানর আশার উৎসাদন ঘটিবে।

পশ্চিমবঙ্গের আরজি মাফিক চার লক্ষ টন সারের স্থলে কেন্দ্রীয় মঞ্জুরী ৪৪ হাজার ৮ শত টন। আসল বরাদ্দ এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৮০ টন; মিলিয়াছে ৮ হাজার ৭০ টন। চার লক্ষের জায়গায় ৮ হাজার টন, লক্ষ্য করিবার মত। শুনা যাইতেছে সারের জাহাজ আসিতেছে। বন্দরে ভিড়িতে, মাল নামাইতে, চাষীর ঘরে সার পৌছাইতে এক নদী বিশ ক্রোশের ব্যাপার।

এই মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের সংবাদে জানা যায়, সারের আবেদনপত্র যাহা জমিয়া আছে, তাহার পরিমাণ কয়েক রীম। পারমিট পাইবার জন্য প্রতিনিয়ত হাঁটাহাঁটি+ ব্লক অফিসে এ, ই, ও-কে পাওয়া যায় না। পটাশের সরবরাহ নাই। বীজ ও সারের পারমিট পাওয়া গেলেও সরবরাহকারী দিতে অক্ষম হন (অজ্ঞাত কারণে?)।

জানা গিয়াছে লালবাগ মহকুমাধীন নবগ্রাম ব্লকে এনফোরসমেণ্ট বিভাগ কর্তৃক আটক করা প্রচুর সার গুদামবন্দী। এই সার প্রতি বস্তার দাম ৪৮ টাকা। তবে চাষী এক বস্তা ধান এবং ২০ টাকা নগদ না দিলে ব্লক কর্তৃপক্ষ নাকি এই সারের ছাড়পত্র দেন না।

অপ্রয়োজনে নয়, প্রয়োজনকালেই দাক্ষিণ্য শোভন।

"কহৌতেক" কি শুভলগ্নের সূচনা করছে?

—শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মা

বিশ্বের ইতিহাসের বৃহত্তম ধূমকেতু "কহৌতেক" আজ কৌতূহলী মানুষের খালি চোখের দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যমান। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে এত বড় ধূমকেতুর নজির আর কখনও পাওয়া যায়নি। গত ২৫শে ডিসেম্বর, মহান যিশুর পবিত্রতম জন্মদিনে, সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে "কহৌতেক" উজ্জ্বলতম নক্ষত্র-রূপে দীপ্যমান হ'লো। কোটি কোটি কৌতূহলী চক্ষু নিশ্চয়ই সেই দৃশ্য লক্ষ্য ক'রেছেন? মানুষের কাছে মহাকাশের জ্যোতিষ্করা বিরাট বিস্ময়ের বস্তু। ধূমকেতুকে কেউ কেউ অকল্যাণের প্রতীক ব'লে মনে করেন। কিন্তু ধূমকেতু কি কল্যাণকর শুভ-লগ্নের সূচনা করে না? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে হিংসা জর্জ্জর পৃথিবীর সেই অন্ধকারময় যুগের কথা। সেদিন এই ২৫শে ডিসেম্বর বিশ্বের মানুষকে নূতন পথ দেখাতে জন্ম নিলেন দেবপুত্র যিশু এই মাটির পৃথিবীতে। সেদিনও এক বিশাল উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছিল বেথেলহেমের আকাশে। তার উজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় উদ্ভাষিত হ'য়েছিল শিশু যিশুর পবিত্র মুখমণ্ডল। সেই জ্যোতিষ্ককে অনুসরণ ক'রেই প্রাচ্যদেশীয় মহা-জ্ঞানীরা বেথেলহেমে পৌছান এবং দেবশিশুর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন। সেইদিন বিশ্বের আকাশে উদীয়মান এই বিশাল ধূমকেতুটিই মঙ্গলময় দিনের সূচনা ক'রেছিল। "কহৌতেক"ও ঠিক সেই শুভদিনটিতেই বিশ্বের আকাশে উদীয়মান উজ্জ্বলতম রূপে। সে যুগের মতই আজ বিশ্ব হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত। মানুষের ইতিহাসে আজ বড় দুর্দ্দিন। অন্ধকার তমিস্রায় দিকভ্রষ্ট মানবাত্মা। "কহৌতেক" কি তার আলোকরশ্মির সংকেতে বিশ্বকে আবার কোন শুভলগ্নের ইঙ্গিত দিচ্ছে? আশাবাদী আমরা। আমাদের মন বলছে, "আবার এসেছে দিন।" অবতীর্ণ কোন মহান পুরুষ। যিনি মানবাত্মার মুক্তি আনবেন। হবেন নূতন পথের দিশারী। স্মরণ করি সেই গীতোক্ত মহাবাণী—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্যগ্লানি ……।"

বিজ্ঞপ্তি

বর্ত্তমানে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য চলতি সপ্তাহ থেকে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' দশ পয়সার পরিবর্তে পনর পয়সা করা হল।

প্রকাশক—জঙ্গিপুর সংবাদ

॥ আপতিত কৃষ্ণচূড়া ॥

—হরিলাল দাস

ক্ষীণ প্রাণস্পন্দনের মত উচ্চাবচ ভাবনাগুলি বিশৃঙ্খল অকারণে হারাইয়া যাইতেই বিধুর মনের মরীচিকায় আপতিত কৃষ্ণচূড়ার স্মৃতি স্পষ্ট মোহ রচনা করিয়া কোন অজানার দিগন্ত-আকর্ষণে লীন হইয়া গেল। কেন এমন হইল? কেন এমন হয়? কে বলিতে পারে?

সেদিন বেলা দশটার সময় পথিকজনকে চকিত করিয়া কারমাইকেল রোডের উপর মড়্‌মড়্‌ শব্দে নধর কৃষ্ণচূড়াটি ভাঙ্গিয়া পড়িল। শীতের উত্তুরে হাওয়ার অনধীর একগুঁয়ে শিরশিরানি সহিতে না পারিয়া কৃষ্ণচূড়া কাৎ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল পথের উপরে। অথচ সেই দিনই সকালে যখন নদীপারের জঙ্গিপুর-মুক্ত পূর্বাকাশ হইতে টুকটুকে সূর্যোদয়ের সময় কৃষ্ণচূড়া আপন অঙ্গে রোদের রঙ্‌ মাখিয়া বসন্তোৎসব করিতেছিল তখন কি কেহ ভাবিতে পারিয়াছিল তাহার পরিণতির নৈকট্য! ভূপাতিত বৃক্ষটির কাণ্ড দেখিয়া সকলে অবাক—অন্তঃসার শূন্য—পোকায় খাইয়া মাটি করিয়া দিয়াছে। কেহ এমনটি কল্পনাও করেন নাই। বাহিরে তাহার জৌলুস ছিল অটুট।

অনুমান ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। আমাদের কৈশোরে কৃষ্ণচূড়ার শিশুচারাটিকে বাল্যধ্বংসল্যের নির্মমতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য দুই-একজনের প্রহরী-তিরস্কার আমার মনে পড়ে। ক্রমে শ্যামল চারাটি প্রাপ্তযৌবন হইলে আপন সৌন্দর্যে পুষ্প-লোভী দ্বিপদের আকৃষ্ট করিয়া আপনার বিপদ ডাকিয়া আনিলেও এবং কয়েকবার ন্যাড়ামুড়া হইয়াও প্রকৃতির ইচ্ছায় টিকিয়া রহিল। কত সন্ধ্যায় জনবিরল কারমাইকেল রোডের অন্তেবাসী কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্ন-ললাটে কচি চাঁদের সোনালী টিপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সে সময় সে-দৃশ্য দেখিবার লোক বড় বেশি ছিল না। তবু আক্ষেপ করি না। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্জন দৃশ্যাবলী জনারণ্যে পথভ্রান্ত হইয়াছে। এখন কৃষ্ণ-চূড়া হইয়াছিল যাত্রীসন্ধানী রিক্সাগুলির নিস্পৃহ ছায়াতল। বৈশাখে যখন তাহার নিষ্পত্র ডালে ডালে লাল ফুলের আগুন জ্বলিত, তখন হয়ত প্রভাতী বিদ্যালয়ের কিছু দুরন্ত ছাত্র মির্মম আনন্দে তাহার শাখা মুড়াইয়া ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিত। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিনা নোটিশেই এবং প্রথম ষ্ট্রোকেই আমাদের মায়া কাটাইয়া সে চলিয়া গেল। গাছটিকে কি এখনও ভালবাসিতাম?

গাছটি মুখ থুবড়াইয়া নিস্পন্দ পড়িয়াছিল। কিন্তু আমার যেন মনে হইল যে, সেটি চলিতেছে। হাঁ, চলিতেছে। ঘাড়-ভাঙ্গা-ভারী বিশাল এক ক্রুশকাঠ বহিয়া নিয়া বিক্ষত নগ্ন চরণে টানিয়া টানিয়া যেন সে চলিয়াছে—যেন অকম্পন যিশু অশেষ পথে চলিয়াছেন। প্রাত্যহিক জীবনের নিপীড়ক-ভার-অভ্যস্ত পথ চলায় আবার নূতন করিয়া অনুভব করিলাম—আমরাও তো সকলে ঐ একই বোঝা বহন করিয়া অবিরাম ক্লান্তিতে একটানা অপারগ পা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছি। এ চলার শেষ নাই, সীমা নাই; এ চলায় সন্তোষ নাই। হায় কৃষ্ণচূড়া! হায় যিশু! তোমাদের মত আমাদের চলায় তৃপ্তি নাই কেন? তোমাদের বিষাদ-করুণ পরম তৃপ্তির নির্মলধারা আমাদের অতৃপ্ত চলার মরুপথে কি কোনদিন নামিয়া আসিবে না?

কোলাহল করিয়া হাতিয়ার হাতে লোকজন আসিয়া জড় হইল; চক্ষের নিমেষে কাজে লাগিল। গাছটির দেহ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কাটিয়া কাজে লাগানো হইল। জ্বালানী হইবে। মানুষের প্রয়োজনে কোন বস্তুরই লয় নাই। তবু তাহার স্থানটি খালি হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণচূড়াহীন ফাঁকা স্থানটি। ঐ স্থানের নীরব হাহাকার কি কান পাতিলে শুনা যাইবে না?

জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সবিনয় নিবেদন,

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় এই মহকুমা শহরের অন্যতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরিয়া বহু সমস্যার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। তথাপি বর্ত্তমান পরিচালক সমিতি বিদ্যালয়গৃহের সংস্কারাদির কাজে হাত দিয়াছেন। বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতীকরণের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে; এখন প্লাষ্টারিং, অংশবিশেষ নির্মাণ প্রভৃতি হইতেছে। কোনও জনপ্রতিষ্ঠানের এই সব কাজ জনসাধারণের দাক্ষিণ্য ব্যতীত সম্ভব নহে। গৃহনির্মাণ বাবত সরকারী সাহায্য এই বিদ্যালয় পায় না বলিয়া সকলের সহৃদয়তা আমাদের একমাত্র সম্বল।

আপনাদের যথাসাধ্য দানের দ্বারা বিদ্যালয়টির রূপায়ণে সাহায্য করুন পরিচালক সমিতির পক্ষ হইতে এই সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। নিবেদন ইতি—৩০/১২/৭৩

বিনীত—
শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে, সম্পাদক
রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়

রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয়ের জন্য যাঁরা যা দিয়েছেন

সর্বশ্রী : হীরালালচন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স (রঘুনাথগঞ্জ) —৫১·০০; অনিলকুমার চৌধুরী (ঐ)—১০·০০; বামাপদ চন্দ্র এণ্ড সন্স্‌ (ঐ)—১০১·০০; খেলা ঘর (ঐ)—১০·০০; রামপদ চন্দ্র (ঐ)—৫১·০০; উমাশঙ্কর বড়াল (ঐ)—১০·০০; শচীন সেনগুপ্ত (ঐ)—৫·০০; শ্যামাপদ দত্ত (ঐ)—৫১·০০; লক্ষ্মীজনার্দন দে (ঐ)—২·০০; বলরামচন্দ্র দত্ত (ঐ)—১৫·০০; রাধাশ্যাম আগরওয়ালা (ঐ) —৫·০০; রামেশ্বর আগরওয়ালা (ঐ)—১১·০০; মহালক্ষ্মী বস্ত্রালয় (ঐ)—৫·০০; অবধূত হালদার (ঐ)—১·০০; পীতাম্বর সাহা (ঐ)—২·০০; কানাইলাল দত্ত (ঐ)—১১·০০; মৃণালিনী বড়াল (ঐ)—৫·০০; সুধীরকুমার সেন (ঐ)—৫·০০; সুভাষ সেনগুপ্ত (ঐ)—৫·০০; শম্ভুনাথ সরকার (ঐ)—১০·০০।

(ক্রমশঃ)

Tender Notice.

No. F/10-72/Salar/73/327/FCI
Dated 28. 12. 73

Sealed tenders are invited from experience and bonafide persons/firms, having suitable godowns for storing foodgrains, gunnies etc. to work as Storing Agent at or near about Salar. Tender forms can be had on payment of Rs. 15/= per set in cash from the office of the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad, from 11.1.74 to 24.1.74 (excepting on Saturday) between 11 A. M. and 2 P. M. Tenders should reach the District Manager (F. C. I.), Murshidabad before 1 P. M. on 25.1.74 and the same will be opened on the same day at 3 P. M.

For detailed particulars District Manager, F. C. I. may be contacted.

বিজ্ঞপ্তি

এফ, সি, আই অনুমোদিত ডি, পি এজেণ্ট শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকতের কাছে সাগরদীঘি থানার চাষী ভাইদের সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে ধান্য ও চাউল বিক্রয়ের অনুরোধ জানান হচ্ছে।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত
সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ)
স্থান—রেল লাইনের উত্তরে হাট যেতে ডানদিকে।

আইসক্রিম মেশিন চাই

৫ টন হইতে ১০ টনের কম্প্রেসারসহ আইসক্রিম মেশিন চাই। নিম্নে যোগাযোগ করুন।

পরিমল ঘোষ
পোঃ বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ফলাফল

বহরমপুর, ২৫শে ডিসেম্বর—মুর্শিদাবাদ জেলার ১৯৭৩ সালের প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশ হয়েছে। এবার জেলার ১৬১টি কেন্দ্রে ২৪৭৫১ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। তার মধ্যে ২৪০১৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসে এবং ১৯০৪৩ জন কৃতকার্য হয়। পাশের হার শতকরা ৭৬·৯ জন।

সুরের বাঁধনে

অথ বণিক উবাচ :—

"নেচে নেচে আয় বাবা 'রায়,'
"আইনের মুখে দিয়ে ছাই,
মনের সুখে দাম বাড়াবো।
মিসা কানুনে কলা দেখিয়ে
এখন তোফা গোঁফ পাকাবো॥

শ্রদ্ধেয় রামপ্রসাদ তো আর দ্রব্যমূল্য কি বস্তু জানতেন না। জানছে, আবার হাড়ে হাড়ে টেরও পাচ্ছে, দিলদার। ছোট্ট সংবাদে জানাচ্ছি, বর্ত্তমানে হেঁসেল সামলাতে হিমসিম খেয়ে দিলদারের বিবি সাহেবা তালাকের হুমকি দিচ্ছেন। বুঝুন, কোথাকার ধাক্কা কোনখানে গিয়ে লেগেছে।

রেলযাত্রীদের ম্যাজিষ্ট্রেট চেকিংয়ে ধৃত যাত্রীর যত প্রতিবাদ হয়, ফাইনের অঙ্কের পরিমাণও তত বেড়ে যেতে থাকে। তেমনি, সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী যত হুমকি দেন, দ্রব্যমূল্যও ঠিক তেমনি কদমে কদমে বেড়ে চলে, চলছে এবং চলবে। কিন্তু কেন?

এই 'কেন'র বহুবিধ কারণ। কালো টাকা, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন প্রভৃতি আটপৌরে উদাহরণ। একটি পোশাকী উদাহরণ লক্ষ্য করুন। সরকারী হুমকি যেই বেরুলো ওমনি বাজার দর চড়তে শুরু করলো। হুমকি মাফিক দরের গতি বৃদ্ধি পায়। মুখ্যমন্ত্রীর হুমকিতে যতটা দর ছুটে, অন্যান্য মন্ত্রীদের হুমকিতে ততটা নয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর হুমকিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দর টগবগ ছুটে চলে 'চাহি সম্মুখ পানে'। পিছু হটতে জানে না। হুমকি-দরবৃদ্ধি যুগলবন্দী বাদনে, সেতারিয়া আর তবলিয়ার মত, শ্রোতারূপী জনসাধারণ যেন সুরের মায়াজালে বিমোহিত, হতবাক। মাঝে মধ্যে ল্যাজমলা খেয়ে কোঁকায় অথবা ভূতেধরা অবস্থার মত চ্যাঁচায়। তাছাড়া করবেই বা কি আর করারই বা কি আছে?

সরকার আর ব্যবসায়ীদের কোঁদল বা রেষারেষি অনেকটা দাম্পত্য কলহের মতই অলীক। যিনিই নাক গলাবেন আসল মনে করে তিনি ঠকতে বাধ্য। যেমনি হুমকি, অমনি দানা ছড়ান সুরু হ'লো ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে। কোন্ হুমকিতে কি পরিমাণ দানা লাগে সংশ্লিষ্ট থানার ব্যবসায়ী থেকে রাজ্যের বাঘা বাঘা ব্যবসায়ীগণ খুউব ভাল বোঝেন। সে, যে সরকারেরই হোক, বামপন্থী অথবা দক্ষিণপন্থী।

আইনের হতো যদি যথাযথ প্রয়োগ সঠিক ক্ষেত্রে, আর বুলিটা যদি না হতো ফাঁকা, তবে কি ব্যবসায়ীদের চোদ্দ গোষ্ঠীর তাকৎ হতো কদলী প্রদর্শনের? সবই বুঝি, কিন্তু কি কোরব? আমরা সকলে লাড্ডু গিলে বসে আছি। তাই আমাদের হুমকিতে কাজ হচ্ছে না—একথা জনৈক সাচ্চা এবং আত্মবিশ্লেষণকারী নেতার।

—দিলদার

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সভা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে ডিসেম্বর—আজ এখানে মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাধীনতা সংস্থার এক সভা হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীদুর্গাপদ সিংহ। সর্বশ্রী ছত্রপতি রায়, প্রফুল্ল গুপ্ত, শৈলেন অধিকারী, সুধীর মুখার্জী, বরুণ রায়, মৃণাল দেবী প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। স্থানীয় লোকসভা সদস্য শ্রীলুৎফল হক বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী অথবা তাঁদের বিধবা স্ত্রীর পক্ষ হতে যে সমস্ত সাহায্যের আবেদন এখন পর্যন্ত সরকার মঞ্জুর করেননি, সেগুলি সম্পর্কে যাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সেজন্য এই সভা সচেষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আগামী ১৫ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়লিপি মুদ্রণের সিদ্ধান্ত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার কাজে উদ্যোগী হওয়ার জন্য এই সংগঠনকে অগ্রসর হতে শ্রীবরুণ রায় আহ্বান জানান। শ্রীসুধীর মুখার্জীকে আহ্বায়ক করে জঙ্গিপুর মহকুমা সাব-কমিটি গঠিত হয়।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭৪

১৯৭১ সালের ডিক্রীজারী—২১ অন্য ডিঃ প্রমীলা দাসী দেং রেণুবালা দাসী দাবি ৫৬-৭২ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গনকর ১৪০ শতকের কাত ১-৫২ পঃ আঃ ১০০৲ খং ৩১০ রায়ত স্থিতিবান।

১৯৭৩ সালের ডিক্রীজারী—৫ মনি ডিঃ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ দেং শ্যামাপদ কর্ম্মকার দিং দাবি ৩২-১০ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৬ শতক জমির কাত ৩-৩১ পঃ তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ী ২ কুঠরী তীর বরগা নওয়াজিমাসহ আঃ ৩০৲ খং ৮৯৮

১৯৭৩ সালের ডিক্রীজারী—

১২ মনি ডিঃ ঐ দেং গোবর্দ্ধন দাস মৃত্যান্তে ওয়ারিশ নন্দরাণী দাসী দিং দাবি ২১৮-০৫ পঃ মৌজাদি ঐ ২ শতকের কাত ৩৲ ও ৭ শতকের কাত ৩।৵০ তদুপরিস্থিত পোক্তা দ্বিতল বাড়ী মায় চৌকাঠ কপাট তীর বরগা নওয়াজিমা-সহ। ষোলআনা মধ্যে ।/৬॥=বাদে বক্রী ॥৵১৩।—নিলাম হইবে। আঃ ৫০৲ ও ১৬৫৲ খং ৬২৫ ও ৬৩০

"খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-6CB

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।